তারিখ 17 MAY 2015
পৃঃ ১৭ কলাম ৬

যুগান্তর

খুলনায় ৮৩টি বিদ্যালয় চালু

খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিভাগের ১০ জেলার ৮৩টি গ্রামে নতুন ৮৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়েছে। সরকারের '১৫শ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রকল্পে'র আওতায় নতুন ভবন করার পর চালু করা এসব বিদ্যালয় চালু করা হল। এ বিভাগে ৯৬টি গ্রামে ৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এখনও ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। প্রথম পর্যায়ে চালু হওয়া ৮৩টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি ও ক্লাস নেয়া শুরু হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য সরাসরি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া না হলেও সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকদের ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষিতের হার বাড়ানো ও শিশুদের স্কুলমুখী করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি চলছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ খুলনা বিভাগীয় উপ-পরিচালক একেএম গোলাম মোস্তফা বলেন, খুলনায় ১৭টি স্কুলের মধ্যে ৩টি, সাতক্ষীরায় ১৬টি স্কুলের মধ্যে ৬টি, ঝিনাইদহে ৮টি স্কুলের মধ্যে ১টি, কুষ্টিয়ায় ৭টি স্কুলের মধ্যে ২টি এবং নড়াইলে ৭টি স্কুলের মধ্যে ১টি এখনও নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়া বাগেরহাটে ১৩টি, যশোরে ১৪টি, মাগুরায় ৫টি, চুয়াডাঙ্গায় ৮টি এবং মেহেরপুরে ১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ শেষে ক্লাস শুরু হয়েছে। সব প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের পর বিদ্যালয়বিহীন গ্রামগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে সরকার এ প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের আওতায় বৃহত্তর খুলনায় চালু হওয়া স্কুলগুলোর মধ্যে রয়েছে খুলনার কয়রা ও ডুমুরিয়া উপজেলায় ৩টি করে, দাকোপ, দিঘলিয়া ও রূপসা উপজেলায় ২টি করে, পাইকগাছা ও ফুলতলা উপজেলায় ১টি করে, বাগেরহাটের মোল্লারহাট, চিতলমারী উপজেলায় ২টি করে, মংলা ও কচুয়া উপজেলায় ১টি করে, সাতক্ষীরা আশাশুনি ও তালা উপজেলায় ২টি করে, দেবহাটা উপজেলায় ১টি, শ্যামনগর উপজেলায় ৪টি এবং কালীগঞ্জ উপজেলায় ৩টি।

আরও ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে

খুলনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পারভীন জাহান বলেন, নতুনভাবে খুলনায় ১৭টি স্কুল ভবন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৪টি স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। আরও ৩টি স্কুল ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারিভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, নতুন প্রতিষ্ঠিত এসব বিদ্যালয় পাঠদান স্বাভাবিক রাখতে ৩/৪ জন করে শিক্ষককে ডেপুটেশনে দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠান চালু হওয়ার পর শিশুরা স্কুলমুখী হয়েছে। যা শিক্ষিতের হার বাড়াতে সহায়ক হবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি স্কুলই একতলা ভবনে ৪টি করে কক্ষ রয়েছে। ফুলতলা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার চায়না রানী দত্ত বলেন, উপজেলার খানজাহানপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গত বছরের জুন মাসে ভবনটি বুঝে নেয়ার পর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে সেখানে দু'জন সরকারি শিক্ষককে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়। কিন্তু স্থানীয় বেসরকারি শিক্ষকরা তাতে আপত্তি করে। তারা উচ্চাদালতে ৬ জনকে বিবাদী করে একটি রিট করেছে। ফলে ডেপুটেশনে পাঠানো শিক্ষকরা সেখানে কাজ করতে পারছে না। স্থানীয়ভাবেই স্কুলের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ডুমুরিয়া উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ওহিদুল ইসলাম বলেন, ভাণ্ডারপাড়া আশ্রয়ণ, সাহস গুচ্ছ গ্রাম এবং চরচরিয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্কুলে সব মিলিয়ে ১৩০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান শুরু করা হয়েছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ৩ জন করে শিক্ষক দায়িত্ব পালন করছেন। ডুমুরিয়ার ভদ্রানদীর ভরাটি জমিতে গড়ে ওঠা ভাণ্ডারপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত ভাণ্ডারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ৩৯ শিক্ষার্থী রয়েছে। এখানে আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দাদের ছেলে-মেয়েরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।